"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV | বুধবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ:১,সংখ্যা :১৬ | noakhalikhabarexpress.com

সাভারে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ



ঢাকা: ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ঢাকার সাভারে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের কারণে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে সাভারের বিভিন্ন এলাকায় পোশাকশ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হেমায়েতপুর পদ্মার মোড় এলাকায় শ্রমিকরা জড়ো হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় আন্দোলনরত শ্রমিকদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।

অন্যদিকে, সাভারের রাজফুলবাড়িয়া এলাকায় কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং উভয় পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়।

সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইবনে ফরহাদ জানান, একেএইচসহ কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও বিজিবি কাজ করছে।

সাভার হাইওয়ে থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও জানান, যান চলাচল স্বাভাবিক করা এবং যানজট নিরসনে পুলিশ কাজ করছে।



শ্রমিক আন্দোলনে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাউন্ড গ্রেনেডে আহত সাংবাদিক

গাজীপুর: পোশাকশ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে চলমান আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাউন্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন দৈনিক কালবেলার প্রতিবেদক মামুন হোসাইন (২৩)।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাজীপুরের বাসন থানাধীন ভোগরা বাইপাস ফ্লাইওভারের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শ্রমিকদের আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করার সময় সাংবাদিক মামুনের পায়ের ওপর একটি সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। এতে তাঁর ডান পা ও কানে আঘাত লাগে।

পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। দুপুর ১টার দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি জরুরি বিভাগের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান জানান, গাজীপুর থেকে আহত অবস্থায় এক সাংবাদিককে হাসপাতালে আনা হয়েছে। জরুরি বিভাগের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় এমন ঘটনায় সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।



সাঈদ খোকন। ফাইল ছবি

বারিধারা থেকে গ্রেপ্তার সাবেক সাঈদ খোকন, ১০ দিন রিমান্ড আবেদন

ঢাকা: ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র ও সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাঈদ খোকনকে রাজধানীর বারিধারা থেকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। পরে তাঁকে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর ১০ দিনের রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৭টার দিকে রাজধানীর বারিধারার একটি বাসা থেকে এসআরবি-১-এর সদস্যরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। পরে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন ঘটনায় সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ধানমন্ডি থানায় দায়ের করা কিশোর আবদুল মোতালিব হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

কিশোর হত্যা মামলায় রিমান্ড আবেদন

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মিছিলে অংশ নেওয়া কিশোর আবদুল মোতালিব গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

এ ঘটনায় নিহতের বাবা আবদুল মতিন ওই বছরের ২৬ আগস্ট ধানমন্ডি থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওয়াদুল কাদেরসহ ১৭৬ জনকে আসামি করা হয়।

মঙ্গলবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির রমনা জোনাল টিমের পরিদর্শক মো. সুজন হক সাঈদ খোকনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে আবেদন করেন।

সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে আরও যেসব অভিযোগ

ডিবির কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে ৩০টির বেশি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মামলাও রয়েছে।

এ ছাড়া ২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর প্রায় ৫৪ কোটি টাকা অর্থ পাচারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দেয় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ওই মামলায় তাঁর বোন শাহানা হানিফ ও একজন কর্মচারীকেও আসামি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

এর আগে ২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর আদালত সাঈদ খোকন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন।

রাজনৈতিক পরিচয়

সাঈদ খোকন অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র প্রয়াত মোহাম্মদ হানিফের ছেলে। ২০১৫ সালে তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। পরবর্তী সিটি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন না পেলেও ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ঢাকা-৬ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোর তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম এখন আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়। মামলার অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো অভিযোগ হিসেবেই বিবেচিত হবে।



টিকটকে পরিচয় থেকে প্রেম, একসঙ্গে থাকার দাবিতে তরুণের বাড়িতে আরেক তরুণ

মাদারীপুর প্রতিনিধি: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে পরিচয়ের সূত্র ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্কের পর একসঙ্গে থাকার দাবিতে মাদারীপুরের কালকিনিতে এক তরুণের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন আরেক তরুণ। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকালে উপজেলার দক্ষিণ বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের দক্ষিণ আকাল বরিশ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নবদ্বীপ চন্দ্র দাশ (১৯) ওই গ্রামের রণজিৎ চন্দ্র দাশের ছেলে। অন্যদিকে, মাহিন মুন্সি মাদারীপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা বিল্লাল মুন্সির ছেলে।

সংশ্লিষ্ট দুজনের বক্তব্য অনুযায়ী, টিকটকের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় হয়। পরে নিয়মিত যোগাযোগের একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। বর্তমানে তাঁরা একসঙ্গে থাকতে এবং বিয়ে করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন।

সেই ইচ্ছার কথা জানিয়ে মঙ্গলবার নবদ্বীপের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান নেন মাহিন। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, এর আগেও তিনি ওই বাড়িতে দুইবার এসেছিলেন। এবার বিয়ের দাবিতে অবস্থান নেওয়ায় বিষয়টি এলাকায় আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ বাঁশগাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আলী আকবর হিলালু জানান, ঘটনাটি তাঁর পাশের বাড়িতে ঘটেছে। খবর পেয়ে তিনি বিষয়টি কালকিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) জানিয়েছেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদেরও বিষয়টি অবহিত করেছেন।

তবে এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা পরবর্তী পদক্ষেপের তথ্য পাওয়া যায়নি।



টুংগীপাড়ায় থানায় হামলা -অগ্নিসংযোগের পর এমপি জিলানী বাড়িতে আগুন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর সংসদ সদস্য এস এম জিলানীর পৈতৃক বাড়িতেও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার পাটগাতী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কয়েকজনকে আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে টুঙ্গিপাড়া থানার সামনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে থানায় হামলা চালান বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সময় থানার ভেতরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পুলিশের কয়েকটি গাড়িতেও আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে আটক ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

এরপর রাত আনুমানিক ৯টার দিকে গোপালগঞ্জ-৩ (টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য এস এম জিলানীর পৈতৃক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ দিদারুল আলম সংসদ সদস্যের বাড়িতে আগুন দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় বাড়িটির পাশাপাশি আশপাশের আরও কয়েকটি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি



সেনবাগে মাকে মারধর ও বাড়িতে আগুন, ছেলের ৬ মাসের কারাদণ্ড

নোয়াখালী প্রতিনিধি: নোয়াখালীর সেনবাগে মাকে মারধর, বসতঘরে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় মো. সাইফুল ইসলাম (৩০) নামে এক যুবককে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বিজবাগ ইউনিয়নের শ্যামেরগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সেনবাগ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইরফানুল হক চৌধুরী এ দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত সাইফুল ওই গ্রামের মৃত আবুল বাশারের ছেলে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সেনবাগ থানা-পুলিশ তাঁকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করে। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

নেশার টাকার জন্য পরিবারের সদস্যদের নির্যাতনের অভিযোগ

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, সাইফুল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। নেশার টাকার জন্য তিনি প্রায়ই মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন এবং মারধর করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সোমবার দুপুরে মাদকাসক্ত অবস্থায় তিনি বসতঘরে আগুন দেন, ভাঙচুর করেন এবং মাকে মারধর করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশের সহায়তা চান।

যেভাবে দেওয়া হয় দণ্ডাদেশ

সেনবাগ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইরফানুল হক চৌধুরী জানান, সাইফুলের অত্যাচারের বিষয়ে তাঁর বোন ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে অবহিত করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে আটক করে এবং বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানায়।

খবর পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। আদালত সাইফুলকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করেন। পরে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV বুধবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৬ | দ্বিতীয় পৃষ্ঠা | noakhalikhabarexpress.com



ভাইয়ের গায়ে হলুদে নেচে আলোচনায় ঢাবি শিক্ষিকা মোনামি, বললেন 'বেশ করেছি'

নিজস্ব প্রতিবেদক | NOAKHALI KHABAR EXPRESS

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষিকা শেহরীন আমিন ভূঁইয়া মোনামির ভাইয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে নাচের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত পারিবারিক অনুষ্ঠানে নাচের ভিডিও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই শিক্ষিকা। একই সঙ্গে নিজের নাচ নিয়ে কোনো ধরনের লজ্জা বা বিব্রতবোধ নেই বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়া এবং এ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন মোনামি।

যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল ভিডিও

মোনামি জানান, তাঁর একমাত্র ভাইয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে তিনি নাচে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও প্রথমে তাঁর এক বন্ধু ফেসবুকে সীমিত দর্শকের জন্য শেয়ার করেছিলেন। পরে তিনিও ভিডিওটি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন। তাঁর ধারণা ছিল, ভিডিওটি পরিচিত ও বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভিডিওটি সংবাদমাধ্যমের হাতে পৌঁছে যায় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের এমন একটি ভিডিও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

ভিডিওটি সংবাদমাধ্যমে পৌঁছানোর পেছনে আর্থিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন মোনামি। তবে কে বা কারা ভিডিওটি সরবরাহ করেছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য দেননি তিনি।

নাচ নিয়ে সমালোচনার জবাব

নিজের নাচ নিয়ে সমালোচনার প্রসঙ্গে মোনামি প্রশ্ন তোলেন, একজন মানুষের নাচের ক্ষেত্রে বয়স কিংবা শারীরিক গঠন কেন বিচার্য হবে? নাচের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট বয়স বা শারীরিক গড়নকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন করেন তিনি।

তিনি জানান, ভিডিওটি প্রকাশ্যে এলে রাজনৈতিকভাবে বিদ্বেষী ব্যক্তিদের ট্রল বা সমালোচনার শিকার হতে পারেন, এমন আশঙ্কা তাঁর আগে থেকেই ছিল। তারপরও এসব আশঙ্কাকে গুরুত্ব না দিয়ে ভাইয়ের বিশেষ দিনে নিজের আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

'আবারও একই কাজ করতাম'

মোনামি বলেন, এটি তাঁর একমাত্র ভাইয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান ছিল। ভাইয়ের জীবনের বিশেষ এই দিনে নাচার ইচ্ছা তাঁর দীর্ঘদিনের। তাই এমন সুযোগ পেয়ে তিনি নাচে অংশ নিয়েছেন।

নিজের নাচের জন্য কোনো লজ্জা বা সংকোচ নেই জানিয়ে তিনি বলেন, এটি ছিল আনন্দ প্রকাশের একটি স্বাভাবিক মাধ্যম। ভবিষ্যতে এমন সুযোগ এলে আবারও একইভাবে আনন্দ প্রকাশ করবেন।

ফেসবুক পোস্টের শেষ দিকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি লেখেন, 'একটার তো ভিডিও পেয়েছেন। এটায় নেচেছি। বেশ করেছি।'

সংবাদমাধ্যমের অগ্রাধিকার নিয়েও প্রশ্ন

নিজের পোস্টে দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে সংবাদমাধ্যমের খবরের অগ্রাধিকার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

তাঁর বক্তব্য, দেশে যখন একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের মতো গুরুতর ঘটনা ঘটছে, তখন পরিবারের একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠানে তাঁর নাচের ভিডিও সংবাদমাধ্যমের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠা বিস্ময়কর।

মোনামির এই বক্তব্যের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, পারিবারিক অনুষ্ঠানের গোপনীয়তা এবং একজন নারীর ব্যক্তিগত পছন্দ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে নতুন আলোচনা

ঘটনাটি আবারও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও প্রকাশের সীমা এবং অন্যের ব্যক্তিগত মুহূর্তের প্রতি সম্মান দেখানোর বিষয়টি সামনে এনেছে। কোনো ব্যক্তি নিজের পরিচিতজনদের সঙ্গে ব্যক্তিগত মুহূর্ত ভাগ করে নিলেই সেটি অনুমতি ছাড়া বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সব মিলিয়ে ভাইয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে নাচের একটি ভিডিও ঘিরে তৈরি হওয়া আলোচনা এখন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা—এই তিনটি বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছে।



ব্লাইন্ড ক্রিকেট এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কাকে ৯৫ রানে হারালো বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক: এশিয়া কাপ ক্রিকেট ফর দ্য ব্লাইন্ডে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ৯৫ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ে দুই ওপেনারের অসাধারণ ইনিংসের পর বোলারদের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্সে সহজ জয় তুলে নেয় স্বাগতিকরা।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এবিজি স্পোর্টস সিটির আনভীর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে বিনা উইকেটে ২০৮ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। জবাবে শ্রীলঙ্কা ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়।

ওপেনিং জুটিতেই বাংলাদেশের বড় সংগ্রহ

টস জিতে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার হোসেন ও সালমান।

হোসেন ৬৫ বলে ৯৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও একটি ছক্কা। অন্যদিকে সালমান সমান ৬৫ বল খেলে অপরাজিত ৮১ রান করেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে চারটি চার।

দুই ওপেনারের ব্যাট থেকে আসে ১৭৭ রান। অতিরিক্ত খাত থেকে যোগ হয় আরও ৩১ রান। ফলে কোনো উইকেট না হারিয়েই ২০৮ রানের বিশাল সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ।

জবাবে ১১৩ রানেই থামল শ্রীলঙ্কা

২০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় তারা।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ডি পেরেরা সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন। এ ছাড়া চিরান্থা ১৪, পিউমাল ১৩ এবং অমরাসিংহে ১০ রান করেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রানেই থামে তাদের ইনিংস।

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সজিব, চাংইয়া ও রহমান একটি করে উইকেট নেন।

দুই ওপেনারের অপরাজিত ব্যাটিং এবং বোলারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৯৫ রানের বড় জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।

লক্ষীপুর বিএনপির ৩১ নেতার পদত্যাগের আবেদন, রাতেই প্রত্যাহার



লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি: দলীয় এক নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীপুরে বিএনপির একটি ওয়ার্ড কমিটির ৩১ নেতা পদত্যাগের আবেদন করেছিলেন। তবে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তাঁরা।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চররুহিতা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতারা সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন ভূঁইয়ার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ৫১ সদস্যের ওয়ার্ড কমিটির ৩১ জন নেতা পদত্যাগের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। তবে তাঁদের মধ্যে ১০ জন সরাসরি উপস্থিত হয়ে আবেদনপত্র জমা দেন। পদত্যাগের তালিকায় ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি, সহসভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা নেতারাও ছিলেন।

যে কারণে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

স্থানীয় বিএনপি নেতাদের মধ্যে অসন্তোষের সূত্রপাত হয় ওয়ার্ড কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ হোসেনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে।

জানা যায়, গত ১৩ এপ্রিল জাবেদ হোসেনকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে এক বিবাহিত নারীকে নিয়ে চলে যাওয়ার অভিযোগ ওঠার পর ইউনিয়ন কমিটি এ সিদ্ধান্ত নেয়। পরে গত ৩১ অক্টোবর সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুবুর রহমান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন পাটোয়ারী বিটুর স্বাক্ষরে তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ৩১ নেতা পদত্যাগের আবেদন করেন। ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন সুমন জানান, জাবেদ হোসেনের বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ থাকায় তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

রাতেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন

তবে পদত্যাগের আবেদন জমা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সোমবার রাত ৯টার দিকে চররুহিতা এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের আবেদন প্রত্যাহারের কথা জানান সংশ্লিষ্ট নেতারা।

ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন সুমন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হারুন সেলিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদ উল্যাহ এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। তাঁদের ভাষ্য, চররুহিতা ইউনিয়ন বিএনপির নেতাদের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন।

এ বিষয়ে চররুহিতা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম সবুজ বলেন, ওয়ার্ড বিএনপির নেতারা অভিমান করে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন।

অন্যদিকে, সদর (পশ্চিম) উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন ভূঁইয়া জানান, পদত্যাগপত্রগুলো সাংগঠনিকভাবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

সব মিলিয়ে, দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষের জেরে একযোগে পদত্যাগের উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত স্থানীয় নেতাদের আশ্বাসে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন চররুহিতা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির ৩১ নেতা।



নোয়াখালীসহ চট্টগ্রাম বিভাগে বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে দিনের তাপমাত্রা

উপকূলীয় এলাকায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা, বজ্রপাতের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ

নোয়াখালীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৮ নভেম্বর খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি স্থানে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আকাশ সাময়িকভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

এ সময় সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ১৯ নভেম্বর খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে এবং ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কিছু স্থানে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ নভেম্বরও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি বিভাগে বৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

আবহাওয়ার এ ধরনের পরিবর্তনে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বৃষ্টির সময় বজ্রপাতের ঝুঁকি এড়াতে খোলা মাঠ, জলাশয় ও উঁচু গাছের নিচে অবস্থান না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কৃষিকাজ, নৌযান চলাচল ও দৈনন্দিন কাজে আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী আবহাওয়ার সর্বশেষ বুলেটিন অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।



দ্বাদশ শ্রেণি শেষেই শিক্ষার্থীদের বহুমুখী দক্ষতা অর্জন করতে :প্রধানমন্ত্রী

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি ও তৃতীয় ভাষা শেখার ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবইয়ের পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ না রেখে খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, সরকার চায় শিক্ষার্থীরা দ্বাদশ শ্রেণি শেষ করার আগেই পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা অর্জন করুক।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে হবিগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১২৪ জন শিক্ষার্থী ও ২৬ জন শিক্ষক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব শাহাদাত স্বাধীন এ তথ্য জানান।

সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তারা যেন শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের চিন্তায় সীমাবদ্ধ না থাকে। ভবিষ্যতে নিজেদের কর্মজীবন ও নেতৃত্বের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরিতে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও খেলার মাঠ নিশ্চিত করার বিষয়েও সরকারের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি তৃতীয় একটি ভাষা শেখার ওপরও গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, অতিরিক্ত একটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে।

সাক্ষাৎকালে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাঁকে তাঁদের নিজ জেলা হবিগঞ্জ সফরের আমন্ত্রণ জানায়।

শিক্ষাবিদদের মতে, শিক্ষার মূল লক্ষ্য শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন নয়; বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও বাস্তব জীবনের দক্ষতা বিকাশ করা। এ ক্ষেত্রে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র: দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ও ইউএনবি।



ডেঙ্গুর প্রকোপ কমছে না, এক দিনে হাসপাতালে ভর্তি ১ হাজার ৫৩৭

চলতি বছরে মৃত্যু ৫০৭, আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ১ লাখ ৬৫ হাজার

দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ অব্যাহত রয়েছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়েও মশাবাহিত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন বিপুলসংখ্যক মানুষ। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১ হাজার ৫৩৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন করে মারা যাওয়া পাঁচজনই ঢাকা বিভাগের বাসিন্দা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০৭ জনে। এ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৪৪ জন। তাঁদের মধ্যে চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫২৮ জন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫ হাজার ৬০৯ জন।

বিভাগভিত্তিক হিসাবে গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ৪৪৪ জন, বরিশালে ৩০৮ জন, চট্টগ্রামে ২৯৭ জন, খুলনায় ২৬৭ জন, রাজশাহীতে ১২৩ জন, ময়মনসিংহে ৫৭ জন, রংপুরে ৩৮ জন এবং সিলেটে তিনজন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু চিকিৎসার ওপর নির্ভর করলে চলবে না; মশার বংশবিস্তার বন্ধ করাও জরুরি। বাড়ির ছাদ, ফুলের টব, পরিত্যক্ত পাত্র, ডাবের খোসা ও অন্যান্য স্থানে জমে থাকা পানি এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

এ জন্য বাড়ির আশপাশ নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, তিন দিনের বেশি জমে থাকা পানি অপসারণ এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্টরা। জ্বর দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।